যুগান্তর

তারিখ ... 12 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭

আবু আহমেদ

ক্যাডেট কলেজগুলো তাদের পথ বেছে নিয়েছে

আমাদের ছোটকালে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানের বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ ছিল একটি, সেটি ছিল চট্টগ্রাম [র] থেকে কয়েক মাইল উত্তরে ঢাকা-চট্টগ্রাম [রে]ললাইনের পাশে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ। [ওই] ক্যাডেট কলেজ পূর্ব পাকিস্তান ক্যাডেট কলেজ [হি]সেবেও পরিচিত ছিল। এটি স্থাপিত হয়েছিল [পঞ্চা]শ দশকের মাঝামাঝি সময়ে, তখনকার পূর্ব [পা]কিস্তানের প্রধান সামরিক কমান্ডার পরবর্তী সময়ে [জে]নারেল ফিল্ড মার্শাল এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট [আ]ইয়ুব খানের উদ্যোগে। তিনি তার আত্মজীবনী [ফ্রে]ন্ডস, নট মাস্টারস'-এ লিখেছিলেন, তিনি যখন [পূর্ব] পাকিস্তানের জিওসি হয়ে এসেছিলেন তখন পূর্ব [পা]কিস্তানিদের মধ্যে সেনাবাহিনীতে যোগদান করার [ম]তো কোন যোগ্য ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। [তাই] তিনি ইচ্ছা পোষণ করলেন, একটি কলেজ [এখা]নে স্থাপন করবেন, যে [ক]লেজের ছাত্ররা দ্বাদশ শ্রেণী [পাস] করে যোগ্য হয়ে [সেন]াবাহিনীতে প্রবেশ করতে [পার]বে। মূলত সেনাবাহিনীর [জন্য] তরুণ অফিসার সাপ্লাই [করা]ই ছিল ক্যাডেট কলেজ [স্থাপ]নের উদ্দেশ্য। সে [ক্যা]ডেট কলেজ অনেকটা [অভি]জাত ছিল। তদবির করে [ভর্তি] হওয়া যেত না, আবার [ভর্তি] হলে সরকারই [লেখা]পড়া শেখানোর পূর্ণ [দায়ি]ত্ব নিত। একজন গরিব [বাবা]র এক গরিব ছেলে [ক্যাডে]ট কলেজে ভর্তি হতে [পারলে] পিতা ভাবতেন তার [ছেলে]র লেখাপড়ার একটা [ব্যব]স্থা হয়ে গেছে এবং [নিশ্চি]ত একটা ভাল চাকরির। আমরা বাসে-ট্রেনে [ক্যাডে]ট কলেজের মেইন দরজা দিয়ে বের হয়ে [যাওয়]ার সময় জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতাম, [ফৌজ]দারহাট ক্যাডেট কলেজে খেলার ফিল্ড এবং [ওই] কলেজের মেইন বিল্ডিং। কোনদিন কোন [ক্যাডে]টকে লক্ষ্যহীনভাবে চলাফেরা করতে নজরে [পড়ে]নি, একটা গুরুগম্ভীর ভাব ছিল সর্বত্রই যেন। আমাদের সঙ্গে কিছু ছাত্র বিএ সম্মান শ্রেণীতে [সা]থী হয়ে প্রথম বর্ষে প্রবেশ করল, যাদের [ব্যাক]গ্রাউন্ড ছিল ক্যাডেট কলেজের। আমরা [তাদে]রকে সম্মান করতাম। সম্মান করতাম এ [কারণে]। নয় যে, তারা আমাদের থেকে ভাল ছাত্র [বরং] করতাম তাদের নিয়ম-শৃংখলার কথা মনে [করে] এবং কিছুটা তাদের ভাল স্বাস্থ্যের জন্যও। [আমরা] অনেকে এসেছিলাম একেবারে খোলামেলা [পরিবে]শ থেকে। নিয়ম-শৃংখলা যা কিছু শিখেছি তা [স্ব]-আরোপিত এবং অনেকটা পরিবার ও সঙ্গ-- [...]।

তখন এখনকার মতো এত উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ[-]ও ছিল না। একটা নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন [তখন] ছিল। ক্যাডেট কলেজের ওই ছাত্ররা পরে [খোলা]মেলা পরিবেশে দু'কারণে সম্মান নিয়ে উচ্চ [শিক্ষা গ্র]হণে এসে পড়েছিল। প্রথম কারণ ছিল, তারা [যে কো]ন কারণেই হোক সেনাবাহিনীতে যেতে [পারেনি]। দ্বিতীয় কারণ ছিল কিছু ছাত্র ইচ্ছা করেই [সেনাবা]হিনীতে যোগদানকে পছন্দ করতে পারেনি। [যা হো]ক, ষাটের দশকে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে [আরও] কয়েকটি ক্যাডেট কলেজ স্থাপিত হয়। অবশ্য [তখ]ন পশ্চিম পাকিস্তানেও সমসংখ্যক কিংবা [তার চেয়ে] বেশি ক্যাডেট কলেজ স্থাপিত হয়। ক্যাডেটরা [স্পে]শাল শিক্ষা পাচ্ছে, এ নিয়ে তখনকার [...] সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশ প্রতিবাদও করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, একটা স্বাধীন দেশে দু'রকমের শিক্ষা থাকবে কেন? যেখানে একটা সাধারণ স্কুলে শিক্ষার্থীদের পেছনে সরকার ব্যয় করছে মাত্র একশ' টাকা, সেখানে ক্যাডেটদের পেছনে কেন এক হাজার টাকা খরচ করবে? শিক্ষার বৈষম্য নিয়ে তখনও প্রতিবাদ হতো, এখনও হচ্ছে, ভাষার তেমন তারতম্য হয়নি। তখন যে যুক্তিতে ওইসব প্রতিবাদকে পাত্তা দেয়া হয়নি, এখনও সেসব যুক্তিতে বৈষম্য-বিরোধীদের বক্তব্যকে পাত্তা দেয়া হয় না। অবশ্য এখন বৈষম্য অনেক বেড়েছে। তখন ছিল সাধারণ স্কুল বনাম ক্যাডেট কলেজ, আর এখন তার সঙ্গে যোগ হয়েছে লন্ডন ইউনিভার্সিটির 'ও' লেভেল, 'এ' লেভেল আর দেশীয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো আছেই, যেখানে প্রবেশের জন্য ছাত্রদেরকে বাজার দরে মূল্য দিতে হয়। এরপরও আরও বৈষম্য আছে, সেটা হল- প্রতি বছর কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী একেবারে বিলেত-আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু প্রতিবাদকারীদের এসবের দিকে লক্ষ্য নেই, তাদের লক্ষ্য হল অভ্যন্তরীণ ছোট ছোট বৈষম্যগুলোর দিকে। যেমন তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন, রাষ্ট্রের অর্থ ব্যয় করে কেন মাদ্রাসা শিক্ষার নামে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে- তার প্রতিবাদ করেন। তারা ভুলে যান রাষ্ট্রের কাজ হল সমাজের বিভিন্ন দলের চাহিদা মোতাবেক শিক্ষা ও সেবা সরবরাহ করা। যারা অর্থ দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা নিচ্ছে তারাও রাষ্ট্রকে ট্যাক্স দিচ্ছে। যা হোক, এদিকটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আলোচনা শুরু করেছিলাম ক্যাডেট কলেজ নিয়ে। ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে গিয়ে সনদ পরীক্ষা দেয় আমাদের শিক্ষা বোর্ডগুলোর অধীনেই। ওদের রেজাল্ট বরাবরই ভাল ছিল, এখনও আছে, থাকারই কথা। অন্য দুয়েকটি কলেজের ছাত্ররাও ভাল করে, তবে কালে-ভদ্রে। আর ক্যাডেট কলেজগুলো ভাল করে অনবরত। দু-একটা কলেজ আছে, যেগুলো সব সময়ই ভাল করত। সেসব কলেজের মধ্যে একটি ছিল চট্টগ্রাম কলেজ। ওই কলেজে অধ্যয়নের দিনগুলোর কথা আজও মনে পড়ে। বাংলাদেশ সময়ে ক্যাডেট কলেজের মান এবং আকর্ষণ উভয়ই যেন একটু কমে গেছে। ওই মান এবং আকর্ষণ পূর্বাবস্থায় নিতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। তবুও ওইগুলো আর পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়েছিল বলে মনে হয়নি। ওইগুলোও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অন্যদের মতো বাংলাকেই গ্রহণ করল। ষাটের দশকের মাঝখানে আমরা যখন একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম, তখন বাংলা মাধ্যম বলে তেমন কোন কিছু ছিল না। বাংলাতে অর্থনীতি-পৌরনীতি, অংক শাস্ত্র এবং কমার্স-রসায়ন শাস্ত্র পড়ার মতো একটা বই পাওয়া যেত না। সব ছাত্রকেই একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে হতো। ফলে শিক্ষার শ্রেণীবৈষম্য অনেকটা কমে এসেছিল। যারা ক্যাডেট কলেজ থেকে এসেছিল, তারাও একই টেবিলে বসে একই মাধ্যমে শিক্ষকদের কাছ থেকে পাঠ নিচ্ছিল। দেখা যেত পাড়াগাঁয়ের ছেলেটির সঙ্গে ক্যাডেট কলেজের ছাত্রটির বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। পরে চাকরি নির্বাচনের সময় একই পরীক্ষা দিয়ে তারা চাকরি নিয়েছে। আর এখন ক্যাডেট কলেজগুলো বৈষম্য বাড়াচ্ছে, বাড়াচ্ছে প্রাইভেট পদ্ধতি। অবশ্য প্রাইভেট পদ্ধতি আমাদের মেনে নিতে হবে। সমাজ প্রশ্ন করতে পারে, কেন দ্রুত এত প্রাইভেট কোচিং হাউজ, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংলিশ মাধ্যমের স্কুল গড়ে উঠছে। উত্তর- প্রয়োজনে। প্রয়োজনই ওইসব শিক্ষাকে সমাজের কাছে নিয়ে এসেছে। শিক্ষা যতই জাতীয়করণ হয়েছে ততই দেশের মানুষ সরকারি শিক্ষা ছেড়ে প্রাইভেট শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছে। সরকারি শিক্ষা আরেকটি মারাত্মক ভুলের মধ্যে কাজ করছে। সেটা হল, মাধ্যম হিসেবে সবার জন্য বাংলাকে গ্রহণ করা। জেনেশুনে আমরা গরিব ছাত্রদেরকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলা মাধ্যমে পড়তে বাধ্য করেছি। ফলে আজকে গরিব ভাল ছেলেটি জানে ভাল কিন্তু ওইসব বাংলার মাধ্যমে জানে বলে বাস্তব জীবনে সামনে এগুতে পারেনি। শিক্ষায় এর চেয়ে বৈষম্য আর কি হতে পারে? আমরা যারা কৃষ্টি এবং কালচারের নামে পাঠ্যক্রমে সবার জন্য বাংলা ঢুকিয়েছিলাম, তারা সমাজের কি ভাল করলাম। যাক, আজ দেরিতে হলেও একটা বোধ চারদিকে জেগেছে যে, সবাইকে শিক্ষায় সমান সুযোগ দেয়ার জন্য অন্তত মাধ্যমের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া দরকার। তাই কিছু কিছু কলেজ এখন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে তাদের ছাত্রদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমে পাঠ্যক্রম দেয়ার অনুমতি চাচ্ছে। আমি জানি না, ইংরেজি মাধ্যমের জন্য কোন অনুমতি লাগে কিনা। যদি লাগে তাহলে সেটা চলে যাওয়া উচিত। মাধ্যম হিসেবে বাংলা-ইংরেজির যে কোন একটাকেই বেছে নেয়ার স্বাধীনতা ছাত্রদের থাকতে পারে। পত্রিকায় খবর বের হয়েছে শুনতেই কলেজগুলো ইতিমধ্যেই ইংরেজি মাধ্যম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা তাদের জন্য ভাল করেছে। কিন্তু হাজার হাজার বাংলা মাধ্যম স্কুল-কলেজের কি হবে? অন্তত কলেজগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি ইংরেজি মাধ্যমকে পুনরায় খুলে দিতে পারি না? যারা এ কাজটি করবে তারা দেশের জন্য বড় উপকার করবে। অন্তত গ্রামগঞ্জের গরিব ছাত্রছাত্রীদের একই সমতল থেকে প্রতিযোগিতা করার একটা সুযোগ করে দেবে। আমার এক বন্ধু সেদিন বলছিলেন- 'এ' লেভেল পাস করা কোন ছাত্রছাত্রীই সরকারি চাকরিগুলোর জন্য প্রতিযোগিতা করে না। খবর নিয়ে জানলাম, তার কথাই সত্য। দু'কারণে তারা সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করতে চাইছে না। এক, তারা আরও ভাল চাকরি পায়। দুই, আমাদের সরকারি কর্মকমিশনের পরীক্ষার সিলেবাস এখনও এমন অনেক কিছু দ্বারা ভর্তি, যেসব 'এ' লেভেলের ছাত্ররা পড়ে না।

> শিক্ষা যতই জাতীয়করণ হয়েছে ততোই দেশের মানুষ সরকারি শিক্ষা ছেড়ে প্রাইভেট শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছে। সরকারি শিক্ষা আরেকটি মারাত্মক ভুলের মধ্যে কাজ করছে। সেটা হল, মাধ্যম হিসেবে সবার জন্য বাংলাকে গ্রহণ করা। জেনেশুনে আমরা গরিব ছাত্রদেরকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলা মাধ্যমে পড়তে বাধ্য করেছি। ফলে আজকে গরিব ভাল ছেলেটি জানে ভাল কিন্তু ওইসব বাংলার মাধ্যমে জানে বলে বাস্তব জীবনে সামনে এগুতে পারেনি। শিক্ষায় এর চেয়ে বৈষম্য আর কি হতে পারে?

আবু আহমেদ : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়